দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ০5 MAR 1990
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

05 ২০/

'পাশ' কাটিয়া 'দ্বিতীয় বিভাগ' ॥ বোর্ডের মন্তব্য ঃ 'নির্ভুল'

(বরিশাল অফিস)

যশোর শিক্ষা বোর্ড একটি জাল এস এস সি পরীক্ষার সার্টিফিকেট পরীক্ষা করিয়া 'নির্ভুল' বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে।

নরেশ চন্দ্র রায় নামক এক যুবক ১৯৮০ সনে এস, এস, সি, পরীক্ষা (রোল ঝালকাঠি নম্বর ৩৫) দেয় এবং 'পাস' বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রকল্প অফিসে হেলপার হিসাবে চাকুরী নেওয়ার সময় সে ঐ সার্টিফিকেটে

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

'পাস' কাটিয়া 'দ্বিতীয় বিভাগ'

(৩য় পৃঃ পর)

'পাস' বিভাগের স্থলে 'দ্বিতীয়' বিভাগ লিখিয়া সার্টিফিকেটের ফটোকপি জমা দেয়। এই ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট যাচাইর জন্য বোর্ডে পাঠান। বোর্ড কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট পাওয়ার পর ঐ মন্তব্য লিখিয়া ১৮ই ফেব্রুয়ারী এক পত্রযোগে উহা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে ফেরত পাঠান। এইদিকে ঐ ছাত্রের স্কুলের কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সে সর্বমোট ৪৩২ নম্বর পাইয়াছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে জানান, সে 'পাস' বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।